ইউনিট ২

পদ (Terms)

ভূমিকাঃ

যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর আলোচনা থেকে আপনি জানতে পেরেছেন, যুক্তিবিদ্যা হলো ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। অর্থাৎ সুসংহত ও সুসংবদ্ধ এ চিন্তা যখন ভাষায় প্রকাশ পায় তখন তাকে বলে যুক্তি বা অনুমান। আর এ অনুমান বা যুক্তিকে যখন আমরা ভাষায় প্রকাশ করি তখন আমাদের প্রয়োজন একাধিক বাক্যের এবং এ বাক্য গুলোতে দু'টি করে পদ বা (Term) থাকে। এ পদগুলোই যুক্তিবাক্য গঠন করে। তাই এ পদ গুলো না থাকলে যুক্তিবাক্য হবেনা এবং যুক্তিবাক্য না হলে অনুমানও হবে না। সেজন্যই যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় যুক্তি বা অনুমান নিয়ে আলোচনা করতে হলে পদ কী, শব্দ কী, পদ ও শব্দের সম্পর্ক, পদের ব্যক্তর্থ ও জাত্যর্থ এক পদের প্রকারভেদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাঠ ১

পদ ও শব্দ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবিদ্যায় পদের গুরুত্ব কতটুকু তা জানতে পারবেন।
- পদ ও শব্দের উৎপত্তি ও সংজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- যুক্তিবিদ্যায় শব্দের প্রকারভেদ এবং পদ ও শব্দের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১.১: যুক্তিবিদ্যায় পদের গুরুত্ব:

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো অনুমান। কিন্তু একটি অনুমান ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে একাধিক যৌক্তিক বাক্যের (Proposition) প্রয়োজন। আবার এ বাক্যগুলোকে বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেক বাক্যে দু'টি করে পদ পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

সকল মানুষ হয় মরণশীল।

সকল শিক্ষক হয় মানুষ।

অতত্রব, সকল শিক্ষক হয় মরণশীল।

উল্লিখিত উদাহরণ একটি যুক্তি বা অনুমান। এই অনুমানে বা যুক্তিতে তিনটি বাক্য আছে- 'সকল মানুষ মরণশীল', 'সকল শিক্ষক মানুষ' এবং 'সকল মানুষ মরণশীল'। এ বাক্য তিনটিকে বিশ্লেষণ করলে প্রত্যেক বাক্যে দু'টি করে পদ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, 'সকল মানুষ মরণশীল' এ বাক্যটি 'সকল মানুষ' ও 'মরণশীল' এ দুটি পদের সমষ্টি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পদ না হলে যুক্তিবাক্য হবে না এবং যুক্তিবিদ্যার আলোচনাই সম্ভব নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অনুমান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে যুক্তিবাক্য সম্বন্ধে আলোচনা না করে উপায় নেই এবং পদের আলোচনা না করে যুক্তিবাক্যের আলোচনা করার উপায় নেই।

অতত্রব, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যুক্তিবাক্য গঠিত হয় দু'টি পদের সমন্বয়ে আর যুক্তি গঠিত হয় যুক্তিবাক্যের সমন্বয়ে। তাই যুক্তি বিদায় পদ সম্পর্কিত আলোচনা অপরিহার্য।

২.১.২ পদের সংজ্ঞা: পদ কাকে বলে বা পদের সংজ্ঞা কী? তা ভালভাবে বুঝার জন্য পদের ব্যুৎপত্তিগত বা শাব্দিক ও ব্যবহারিক অর্থের আলোচনা করা প্রয়োজন। ইংরেজী 'Term' শব্দের বাংলা পরিভাষা হচ্ছে পদ। ল্যাটিন ভাষায় 'Terminus' শব্দ থেকে ইংরেজি 'Term' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। ল্যাটিন ভাষায় 'Terminus' শব্দের অর্থ 'সীমা' বা 'প্রান্ত'। ইংরেজীতে 'Term' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এজন্য যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসাবে যুক্তিবাক্যের দুই প্রান্তে পদগুলো অবস্থান করে। অর্থাৎ পদগুলো সর্বদা যুক্তিবাক্যের দুই প্রান্তে থাকে বলেই 'Terminus' শব্দ থেকে 'Term' শব্দের উৎপত্তি।

যুক্তিবিদ যোসেফ বলেন,'' আমরা যেসব শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে পদ বলে আখ্যায়িত করতে পারি সেগুলো নিজে নিজেই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে সমর্থ

হয়। কাজেই যোসেফের সংজ্ঞা এবং শব্দগত উৎসের দিকে লক্ষ্য রেখে পদের সার্বজনীন স্বীকৃত যে সংজ্ঞা উলে- খ করা যেতে পারে তাহলো, যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি অন্য কোন শব্দের সাহায্য না নিয়ে সম্পূর্ণ নিজে নিজেই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য কিংবা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে সেসব শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে 'পদ' বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "বাঘ হয় হিংস্র প্রাণী" এই যুক্তিবাক্যে 'বাঘ' ও 'হিংস্র প্রাণী' শব্দ সমষ্টি যুক্তিবাক্যে অন্য কোন শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া যেকোন অবস্থাতেই শব্দগুলো কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আলোচ্য যুক্তিবাক্যে 'বাঘ' শব্দটি উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে একে 'উদ্দেশ্য পদ' এবং 'হিংস্র প্রাণী' শব্দ দ্বয় বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে এটি বিধেয় পদ। 'হয়' শব্দটি একটি সম্বন্ধ সৃষ্টিকারী চিহ্ন হিসাবে 'সংযোজক' বলে বিবেচিত।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা পদ এবং পদের সংজ্ঞার একটি ধারণা পেলাম। কিন্তু যুক্তিবিদগণ 'Term' বা 'পদ' কথাটি দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন–ব্যাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে। কোন কোন যুক্তিবিদের মতে, যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে কোন উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে তাকে পদ বলে। যেমন- মানুষ, আকাশ, আমি, সে, লাল প্রভৃতি শব্দ পদ, উক্ত অর্থ পদের ব্যাপক অর্থ। এ অর্থ অনুসারে বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় রূপে ব্যবহার যোগ্য যে কোন শব্দ পদ। আবার কোন কোন যুক্তিবিদ বলেন, যে কোন শব্দের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা থাকলেই তাকে পদ বলা যায় না। তাঁদের মতে, যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি প্রকৃতই কোন বাক্যের উদ্দেশ্য রূপে ব্যবহৃত হয়েছে তাকে পদ বলে। এটা পদের সংকীর্ণ অর্থ। এ অর্থে পদ মাত্রই বাক্যের অংশ। এর উদ্দেশ্য বা বিধেয় অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত নয় এরূপ শব্দ পদ নয়। এই মতানুযায়ী 'মানুষ' শব্দটি একাকী পদ নয়, কিন্তু 'মানুষ মরণশীল' এই বাক্যে 'মানুষ' পদ।

এখন প্রশ্ন হলো উক্ত দুই মতের কোন মত আমরা গ্রহণ করব? প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণ অর্থই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার পূর্বে অধিকাংশ শব্দের কোন নির্দিষ্ট অর্থ থাকেনা। এর প্রকৃত অর্থ কি তা বুঝা যায়না। বাক্যে ব্যবহৃত হলেই শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত হয়। বাক্যই শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট করে দেয়। সুতরাং পদ কথাটিকে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। এ অর্থে পদ হলো বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়। তাছাড়া 'Term' কথাটির উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করলেও এ মতের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। আমরা জানি 'Term' কথাটি লাতিন 'Terminus' (অর্থ-সীমাপ্রান্ত) শব্দ হতে উদ্ভূত। পদ যদি বাক্যে ব্যবহৃত না হয়, তাহলে সীমার প্রশ্নই উঠেনা।

২.১.৩: যুক্তিবিদ্যায় শব্দের প্রকারভেদ (Kinds of Words in Logic):

প্রথমে আমাদের জানতে হবে শব্দ কী? আমরা সকলেই চিন্তা করি, ইচ্ছা করি ও অনুভব করি। ঐ চিন্তা ইচ্ছা ও অনুভূতিকে কথিত ধ্বনি বা লিখিত চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করি। এ সকল কথিত ধ্বনি বা লিখিত চিহ্নকে শব্দ বলে। সংক্ষেপে শব্দ হলো অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। শব্দ হচ্ছে এমন একটি কণ্ঠ ধ্বনি যা মনের কোন ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে বা ধারণাকে ব্যক্ত করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এ শব্দ সমষ্টির সমন্বয়ে যখন আমাদের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তখন তা হয় বাক্য। অন্যভাবে বলা যায় যার দ্বারা আমরা নিজেদের চিন্তা, আনন্দ, বেদনা, বিস্ময় ইত্যাদি প্রকাশ করি তাদের নাম শব্দ। কাজেই যুক্তিবাক্যগুলো স্বাভাবিক ভাবে শব্দ সমন্বয়ে গঠিত হয় কিন্তু যুক্তিবাক্য শব্দ সমন্বয়ে গঠিত হলেও তার প্রতিটি শব্দ পদ নয়। কারণ সব শব্দই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হতে

পারেনা। আর এ জন্যই অসংখ্য শব্দ সমূহের মধ্যে কোন শব্দগুলো পদ এবং কোন শব্দগুলো পদ নয় তা বুঝার জন্য যুক্তিবিদেরা শব্দ সমূহকে মোট তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

১. পদযোগ্য (Categorematic)
২. সহ পদযোগ্য (Syn-Categorematic)
৩. পদাযোগ্য (A-categorematic)

পদযোগ্য শব্দঃ

যে সকল শব্দ অন্যকোন শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন- 'লিপি হয় ভাল'- এ বাক্যটিতে 'লিপি' ও 'ভাল' এ শব্দ দুটি পদযোগ্য শব্দ। কারণ এরা অন্যকোন শব্দের সাহায্য ছাড়াই যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে শামিম, রাসেল, বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি শব্দও পদযোগ্য শব্দ। কারণ এগুলো অন্য শব্দের সাহায্য ছাড়া বাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম (সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ছাড়া) ও অব্যয় পদযোগ্য শব্দের দৃষ্টান্ত।

সহ পদযোগ্য শব্দঃ

যে সকল শব্দ নিজে নিজে অর্থাৎ স্বাধীনভাবে কোন যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু অন্য শব্দের সাহায্যে বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় সেসকল শব্দকে সহ পদযোগ্য শব্দ বলে যেমন-টি ,টা, র, এর, খানা, খানি, তাহলে, অতএব প্রভৃতি শব্দ হচ্ছে সহ-পদযোগ্য শব্দ। কারণ এগুলো নিজে নিজে কোন বাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয় হতে না পারলেও অন্য শব্দের সাহায্যে তা পারে। যেমন-'বইটি হয় রহিমের' এই বাক্যে 'টি' এবং 'এর ' রহিম এর সাহায্যে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অব্যয় ক্রিয়া, বিশেষণ ইত্যাদি হচ্ছে সহ-পদযোগ্য শব্দের দৃষ্টান্ত।

পদাযোগ্য শব্দঃ

যে সকল শব্দ কোন প্রকারেই অর্থাৎ স্বাধীনভাবে অথবা অন্যের সাহায্যে কোন ভাবেই বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না সে সকল শব্দকে পদাযোগ্য শব্দ বলে। যেমন- 'উঃ' 'আঃ', 'ছিঃ', 'ছিঃ', 'হায় হায়'। 'মরি মরি'! ইত্যাদি হচ্ছে পদাযোগ্য শব্দ। কারণ এগুলো কোন ভাবেই বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারেনা। যুক্তিবিদ্যায় পদাযোগ্য শব্দগুলো সরাসরি পদ বলে বিবেচিত হয়। সহ-পদযোগ্য শব্দগুলো কেবল পদাযোগ্য শব্দের সাথে মিলে পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু পদাযোগ্য শব্দকে কোন ভাবে পদরূপে গণ্য করা যায় না।

২.১.৪ঃ পদ ও শব্দের পার্থক্যঃ

পদ ও শব্দের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, তিন শ্রেণীর শব্দ সমূহের মধ্যে পদযোগ্য শব্দগুলোই পদ বলে গৃহীত হয়েছে। সহ-পদযোগ্য এবং পদ নিরপেক্ষ শব্দগুলো পদ না হওয়ার কারণ হল পদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঐ সব শব্দের স্বরূপগত পার্থক্য। পদ ও শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

গঠনের দিক থেকে পার্থক্যঃ

একটা শব্দ এক বা একাধিক বর্ণের সমন্বয় গঠিত হতে পারে। যেমন- ঐ, হাত ইত্যাদি। কিন্তু একটা পদ গঠিত হয় এক বা একাধিক শব্দের সমন্বয়ে। যেমন-'সব মানুষ হলো চিন্তাশীল প্রাণী' যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদ একটা শব্দের সমন্বয়ে আবার চিন্তাশীল প্রাণী পদ দুটো

শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। যে কোন অর্থবোধক ধ্বনি বা বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় শব্দ। অন্যদিকে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহারযোগ্য শব্দগুলোকে শুধু পদ বলে।

পদ মাত্রই তা শব্দ হতে বাধ্য কিন্তু শব্দ মাত্রই তা পদ একথা বলা যায় না, যেমন- সংযোজক হিসাবে 'হয়' শব্দটি পদ নয়। যুক্তিবিদ্যায় শব্দ তিন প্রকার যথা- পদযোগ্য শব্দ, সহ-পদ যোগ্য শব্দ ও পদাযোগ্য বা নিরপেক্ষ শব্দ। কিন্তু এদের মধ্যে পদযোগ্য শব্দগুলোই শুধু পদ কিন্তু অন্য দু ধরনের শব্দ পদ নয়। অথচ ব্যাকরণগত দিক থেকে পদের বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে এবং পদের চেয়ে শব্দের ব্যাপকতা বেশী কারণ পদের ব্যবহার কেবল বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভাষা ও চিন্তন ক্রিয়ার সবক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার চলে।

পদের দ্বারা আমরা কেবল আমাদের চিন্তাই প্রকাশ করি। ইচ্ছা, অনুভূতি, সংশয়, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি প্রকাশ করিনা। কিন্তু শব্দের সাহায্যে আমরা কেবল আমাদের চিন্তাই প্রকাশ করিনা; আমাদের ইচ্ছা, অনুভূতি, সংশয়, বিস্ময় জিজ্ঞাসা প্রভৃতিও প্রকাশ করে থাকি।

বিস্তৃতির দিক থেকে পার্থক্য:

শব্দ যত বড়ই হোক না কেন তা সর্বদাই একটি মাত্র শব্দ। যেমন শাহিন, রাজশাহী, ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি এক একটা শব্দ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসাবে পদ হলো কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। যেমন- হাসন রাজার নাতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জাতীয় অধ্যাপক। এই যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য পদ মাত্র একটি কিন্তু এই পদ চারটি শব্দের সমষ্টি আবার বিধেয় পদ একটি কিন্তু পদ দুইটি শব্দ সমন্বয়ে গঠিত।

সংখ্যার দিক থেকে পার্থক্য:

যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত শব্দ মাত্রই পদ। আর সে কারণেই যুক্তিবাক্যে সর্বদা দু'টি পদ থাকে। যথা- উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ। কিন্তু যুক্তিবাক্যে দুই এর অধিক অনেক শব্দ থাকতে পারে। যেমন, সব ছাগল হয় তৃণভোজী প্রাণী,- এই বাক্যটিতে পদ আছে মাত্র দুটি কিন্তু শব্দ আছে পাঁচটি।

অর্থের দিক থেকে পার্থক্য:

শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে এবং প্রায়ই তা থাকে। কিন্তু পদের অর্থ সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট এবং তার একাধিক অর্থ থাকা সম্ভব নয়। কারণ যুক্তি বাক্যে পদ সর্বদা একটি সুনির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

প্রকাশগত দিক থেকে পার্থক্য:

চিন্তার প্রকাশ ঘটনাই শব্দের একমাত্র কাজ নয়, মনের যে কোন ধরনের ভাবের প্রকাশ ঘটে শব্দের মাধ্যমে। যেমন অনুভূতি, ইচ্ছা, বিস্ময়, সংশয় ইত্যাদিও শব্দের মাধ্যমে বহিঃ প্রকাশ ঘটে। কিন্তু পদের একমাত্র কাজ চিন্তার প্রকাশ ঘটানো। অনুভূতি, ইচ্ছা, বিস্ময়, সংশয় ইত্যাদি প্রকাশ করা পদের আওতার বাইরে। পদ ও শব্দের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, সকল পদই শব্দ কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় সকল শব্দ পদ বলে বিবেচিত নয়। পদ সম্পর্কিত আলোচনাকে আরও স্পষ্ট করে বোঝার জন্য নাম (Name) ও সার্বিক ধারণা এই দুটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন।

পদ ও নাম:

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, পদ হল সেই শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা অন্যকোন শব্দের সাহায্য না নিয়ে নিজে নিজেই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে।

নামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এ্যারিস্টটল বলেন, যে ধ্বনি আমরা একটি বিশিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য উচ্চারণ করি তাই হল নাম। যুক্তিবিদ মিল এ প্রসঙ্গে বলেন, নাম হল শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যা দুধরনের কাজ করে থাকে। প্রথমত: নাম হলো একটি প্রতীক বা চিহ্ন যার সাহায্যে আমরা কোন অতীত বা পুরানো চিন্তার সাদৃশ্য স্মরণ করি। দ্বিতীয়ত: নামের সাহায্যে আমরা আমাদের চিন্তা বা মনোভাবকে অন্যের কাছে প্রকাশ করি। বিভিন্ন যুক্তিবিদ যেমন, মিল, জেভন্স প্রমুখ নাম ও পদ কথা দু'টিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন এবং ব্যাপক অর্থে নামগুলোকে পদ বলে মনে করেন।

কিন্তু পদের সঙ্গে নামের কিছু পার্থক্য আছে। যেমন যুক্তিবিদ মেলোন বলেন, 'যে পদ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় স্থানে অবস্থিত নেই তাকে আমরা পদ না বলে নাম বলব'। সুতরাং নাম হলেই যুক্তিবাক্যের অংশ হবে এমনটি বলা যায় না। নাম যুক্তিবাক্যের অংশ হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু পদ সব সময়ই যুক্তিবাক্যের অংশ হবে। তাছাড়া যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত পদের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে। তাই পদ কখনও একাধিক অর্থ প্রকাশ করেনা। কিন্তু অনেক নামের একাধিক অর্থ আছে। যেমন-'কুল' নামের অর্থ 'ফল' ও 'বংশ'। সে অনুযায়ী কুল একটি যুক্তিবাক্যে 'ফল' অর্থে আবার অন্যকোন যুক্তিবাক্যে 'বংশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই সব নাম পদ নয়। শুধু যেসব নাম যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই পদ।

সারসংক্ষেপ

যুক্তির অবয়ব বা কাঠামো হল যুক্তিবাক্য আবার যুক্তিবাক্য গঠিত হয় শব্দের সমন্বয়ে। প্রতিটি যুক্তিবাক্যে দুটি করে পদ থাকে। প্রথমটি উদ্দেশ্যপদ এবং দ্বিতীয়টি বিধেয়পদ। যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে কোন বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে তাকে পদ বলে। আর যে সমস্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি যুক্তিবাক্যে পদ হিসাবে ব্যবহৃত হবে সে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি অবশ্যই অন্যকোন শব্দের সহায়তা ছাড়া বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহার হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। শব্দ হল অর্থ বোধক প্রতীক অথবা ধ্বনি বা অক্ষর সমষ্টি। আমরা যুক্তিবিদ্যায় তিন প্রকারের শব্দ দেখতে পাই। এ তিন প্রকারের শব্দের মাঝে শুধু পদযোগ্য শব্দই অন্য শব্দের সহায়তা ছাড়া যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। পদ হিসাবে যে শব্দ ব্যবহৃত হবে তা অবশ্যই অর্থপূর্ণ হতে হবে। তাই বলা যায়, সকল পদই শব্দ কিন্তু সকল শব্দই পদ নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইংরেজী Term শব্দটি এসেছে কোন দেশী শব্দ থেকে?
   ক. গ্রীক খ. ল্যাটিন
   গ. রোমান ঘ. জার্মান

২. পদ না থাক্‌লে যুক্তিবাক্য হবেনা।
   ক. সত্য খ. মিথ্যা
   গ. কোনটাই নয় ঘ. আংশিক সত্য

৩. যুক্তিবাক্যে কয়টি পদ থাকে?
   ক. একটি খ. দু'টি
   গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৪. সকল শব্দই পদ এ উক্তিটি
   ক. সত্য খ. মিথ্যা
   গ. কোনটিই নয়

৫. শব্দ কয় প্রকার?
   ক.একটি প্রকার খ. দুই প্রকার
   গ. চার প্রকার ঘ. তিন প্রকার

৬. নিম্নে কোন্ শব্দটি পদযোগ্য শব্দ?
   ক. বই খ. টি
   গ. আঃ ঘ. ছিঃ

পাঠ ২

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি-

- পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বলতে কী বুঝায় জানতে পারবেন।
- ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীত অনুপাতের নিয়ম আলোচনা করতে পারবেন।

২.২.১ পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সংজ্ঞা

আমরা পূর্ববর্তী পাঠে পদ কাকে বলে, শব্দ কাকে বলে, পদের সাথে শব্দের সম্পর্ক এবং কোন শব্দগুলো পদ তা আলোচনা করেছি। বর্তমান পাঠে আমরা দেখব, কোন পদকে ব্যবহার করার সময় আমরা প্রথমে চিন্তা করি কোন কোন বস্তুর উপর পদটি প্রযোজ্য এবং পরে চিন্তা করি পদটি যে সমস্ত বস্তুর উপর আরোপিত তাদের সকলের মধ্যে কী কী গুণ বর্তমান। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় পদের দুটি দিক আছে। একটি হলো সংখ্যার দিক, আরেকটি হলো গুণের দিক। সংখ্যার দিকটাকে বলা হয় পদের ব্যক্ত্যর্থ (Denotation)। আর গুণের দিকটাকে একটা বিশেষ অর্থে বলা হয় জাত্যর্থ (Connotation)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে পদটি তার পরিমাণ বা সংখ্যার নির্দেশ দেয় এবং জাত্যর্থের দিক থেকে তার আবশ্যিক গুণের নির্দেশ দেয়। আর পদ মানেই তার মধ্যে ব্যক্ত্যর্থ অথবা জাত্যর্থ কিংবা উভয়ের উপস্থিতি অনিবার্য।

ব্যক্ত্যর্থ: (Denotation)

একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ বলতে ঐ পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তুগুলোর উপর আরোপ করা যায় সেই বস্তু বা বস্তুগুলোকে বুঝায়। যুক্তিবিদগণ ব্যক্ত্যর্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- কোন পদ একই অর্থে যে বিশেষ বস্তু বা বস্তুসমষ্টির উপর প্রযোজ্য হয় সেই বিশেষ বস্তু বা বস্তু সমষ্টিই হল ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ। উদাহরণস্বরূপ 'মানুষ' পদটি মানুষের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষের) প্রতি আরোপ করা যায়। তাই 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ হল সব মানুষ।

জাত্যর্থ: (Connotation)

একটি পদের জাত্যর্থ বলতে ঐ পদ যে গুণ বা গুণাবলীর বিশেষভাবে উল্লেখ করে সেই গুণ বা গুণাবলীকে বুঝায়। অর্থাৎ যে গুণ বা গুণাবলী কোন শ্রেণীর সকল বস্তুতেই বর্তমান বা যে গুণ আছে বলে ঐ বস্তুগুলো এরূপ হয়েছে সেই গুণ হল ঐ শ্রেণীবাচক পদের জাত্যর্থ। যুক্তিবিদগণের মতে- যখন কোন পদ বিশেষ বস্তু বা বস্তু সমষ্টির অন্তর্গত সাধারণ ও অনিবার্য গুণ বা গুণসমষ্টিকে নির্দেশ করে তখন সেই সাধারণ ও আবশ্যিক গুণকেই পদটির জাত্যর্থ বলে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ পদটির জাত্যর্থ হলো প্রাণিত্ব (Animality) বা জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি (Rationality)। কারণ এ দুটি গুণ মানুষের মানুষ হিসাবে তার আবশ্যিক গুণ এবং এ গুণ দু'টি আছে বলেই মানুষ- মানুষ।

অতএব, আমরা বলতে পারি, ব্যক্ত্যর্থ ব্যক্তি বা বস্তুকে এবং জাত্যর্থ ব্যক্তি বা বস্তুর অন্তর্গত আবশ্যিক গুণকে নির্দেশ করে। এক কথায় আমরা বলতে পারি, ব্যক্ত্যর্থ পদের সংখ্যা বা পরিমাণের দিক নির্দেশ করে এবং জাত্যর্থ পদের মধ্যকার আবশ্যিক গুণের নির্দেশ করে। উল্লেখ্য পদের এরূপ তাৎপর্য অনুসারে কোন কোন যুক্তিবিদ্ ব্যক্তর্থকে পদের বিস্তৃতি এবং জাত্যর্থকে পদের গভীরতা বলে অভিহিত করেছেন।

২.২.২ জাত্যর্থের অন্যান্য অর্থঃ

অনেক যুক্তিবিদ কখনও কখনও জাত্যর্থকে আবার দুই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। এ দুটি অর্থ হলঃ আত্বগত জাত্যর্থ (Subjective Connotation) ও বস্তুগত জাত্যর্থ (Objective Connotation)। জাত্যর্থের এই দুই অর্থ হতে যুক্তিবিদ্যাসম্মত অর্থকে পৃথক করার জন্য তাকে যৌক্তিক বা প্রচলিত (Logical or Conventional) জাত্যর্থ বলা হয়। এখন আমরা দেখব যে, অন্তগত জাত্যর্থ ও বস্তুগত জাত্যর্থ বলতে কী বুঝায়। কোন কোন যুক্তিবিদের মতে,'' কোন পদ ব্যবহার করার সময় ব্যবহারকারীর মনে ঐ পদটির যেসব গুণের কথা উদয় হয় সেই গুণগুলো ঐ পদের জাত্যর্থ"। এ অর্থে ব্যবহৃত জাত্যর্থকে আত্বগত জাত্যর্থ বলা হয়। অপর পক্ষে, কোন কোন যুক্তিবিদের মতে''কোন পদের জাত্যর্থ হলো পদটি দ্বারা যে সকল বস্তু বুঝায় সে সকল বস্তুর জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সকল গুণের সমষ্টি"। এ অর্থে ব্যবহৃত জাত্যর্থকে বস্তুগত জাত্যর্থ বলা হয়।

২.২.৩ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে সম্বন্ধঃ

প্রত্যেক সাধারণ বা শ্রেণীবাচক পদের দুটি দিক আছে। একদিকে তা কতকগুলো বস্তু নির্দেশ করে, অন্যদিকে কতকগুলো সাধারণ গুণাবলী বুঝায়। কোন পদের দ্বারা নির্দেশ করা বস্তু গুলো প্রকাশ করে তার ব্যক্ত্যর্থ (Denotation) এবং ঐ পদ দ্বারা যে সাধারণ গুণাবলী বুঝায় তা ঐ পদের জাত্যর্থ ব্যক্ত করে। ব্যক্ত্যর্থ হল বস্তুর পরিমাণের দিক। অপর পক্ষে জাত্যর্থ হল এটার গুণের দিক। কোন পদের অর্থ সম্যকভাবে বুঝতে হলে ওটার উভয় দিক সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। প্রকৃত পক্ষে জাত্যর্থ জানা থাকলে ব্যক্ত্যর্থ নির্ণয় করা যায় এবং ব্যক্ত্যর্থের সাথে পরিচয় থাকলে জাত্যর্থ নির্ধারণ করা সহজ হয়।

২.২.৪ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীত অনুপাতের নিয়মঃ

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী সহ-পরিবর্তনের বা বিপরীত অনুপাতের সম্মন্ধে বিদ্যমান অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের একের হ্রাস ও বৃদ্ধি যথাক্রমে অপরের বৃদ্ধি ও হ্রাস সূচনা করে। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের এই রকম সম্পর্ককে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীত অনুপাতের নিয়ম (Law of Inverse Variation of Denotion and Connotation) বলে অভিহিত করা হয়।

উক্ত নিয়মকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পাওয়া যায়। যেমন-

ক. ব্যক্ত্যর্থের হ্রাস হলে জাত্যর্থের বৃদ্ধি হয়।

খ. ব্যক্ত্যর্থের বৃদ্ধি হলে জাত্যর্থের হ্রাস হয়।

গ. জাত্যর্থের হ্রাস হলে ব্যক্ত্যর্থের বৃদ্ধি হয়।

ঘ. জাত্যর্থের বৃদ্ধি হলে ব্যক্ত্যর্থের হ্রাস হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে উক্ত নিয়মের তাৎপর্য বুঝা যাবে। প্রাণী, মানুষ ও সৎ মানুষ- এ তিনটি পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের সম্বন্ধ বিচার করা যাক-'প্রাণী' পদটির তাৎপর্য হলো সকল প্রাণী।

ক্ষুদ্রতম প্রাণী হতে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত সকল প্রাণীই প্রাণী পদের ব্যক্ত্যর্থের অন্তর্ভুক্ত। সেরূপ সকল মানুষ 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থের অন্তর্ভুক্ত এবং সকল 'সৎ মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ। উক্তপদ তিনটির ব্যক্ত্যর্থের তুলনা করলে দেখা যায় যে, প্রাণী পদের ব্যক্ত্যর্থ 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ থেকে অধিক, কারণ মানুষ এক বিশেষ রকমের প্রাণী। অর্থাৎ প্রাণী = মানুষ+অন্যান্য প্রাণী। সেরূপ 'মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ 'সৎ মানুষ' পদের ব্যক্ত্যর্থ হতে অধিক। অর্থাৎ প্রাণী>মানুষ> সৎ মানুষ এ পদগুলোকে এভাবে সাজালে দেখা যায় যে, এদের প্রত্যেকের পূর্ববর্তী পদের ব্যক্ত্যর্থ পরবর্তী পদের ব্যক্ত্যর্থ হতে কম ও এর অন্তর্ভুক্ত। এবার পদগুলোর জাত্যর্থের তুলনা ধরা যাক। 'প্রাণী' পদটির জাত্যর্থ হল 'প্রাণীত্ব' 'মানুষ' এর জাত্যর্থ জীববৃত্তি+বুদ্ধিবৃত্তি। কারণ মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। সৎ মানুষ এর জাত্যর্থ হল জীববৃত্তি বা প্রাণীত্ব + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। তাহলে দেখা গেল যে, 'সৎ মানুষ' এর জাত্যর্থ মানুষ এর জাত্যর্থ হতে অধিক এবং মানুষের জাত্যর্থ 'প্রাণী' এর জাত্যর্থ হতে অধিক। অর্থাৎ প্রাণী>মানুষ>সৎ এভাবে সাজিয়ে এপদ গুলোর জাত্যর্থের সম্পর্ক বিচার করলে দেখা যায় যে, এদের প্রত্যেকের পরবর্তী পদের জাত্যর্থ পূর্ববর্তী পদের জাত্যর্থ হতে অধিক এবং পূর্ববর্তী পদের জাত্যর্থ পরবর্তী পদে জাত্যর্থ হতে কম ও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পদগুলির জাত্যর্থও ব্যক্তর্থের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এদের জাত্যর্থ ও ব্যক্ত্যর্থের মধ্যে বিপরীত অনুপাতের সম্বন্ধ বিদ্যমান।

বিষয়টিকে আরও বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ক. পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমেঃ

মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল মানুষ'। এখন অন্যান্য প্রাণীকে এর সাথে যুক্ত করে এর ব্যক্ত্যর্থ বাড়ালে ব্যক্ত্যর্থ দাঁড়াবে 'সকল প্রাণী' (সকল মানুষ + অন্যান্য প্রাণী)। কিন্তু এতে করে মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তি বাদ পড়ে সকল প্রাণীর জাত্যর্থ দাঁড়াবে শুধু 'জীববৃত্তিতে'। কারণ অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে 'বুদ্ধিবৃত্তি ' নেই। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলে যে, ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে।

খ. পদের ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়েঃ

মানুষ শ্রেণী থেকে অসৎ মানুষদের বাদ দিয়ে এর সংখ্যা বা ব্যক্ত্যর্থ কমালে ব্যক্ত্যর্থ দাঁড়াবে 'সকল সৎমানুষ'। সকল মানুষ>সকল অসৎ মানুষ। মানুষের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে আরেকটি জাত্যর্থ এসে যোগ হয়ে সকল সৎ মানুষের জাত্যর্থ হবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সততা। অর্থাৎ জাত্যর্থ বেড়ে যাবে। এতে প্রমাণ করা গেল যে, ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে।

গ. পদের জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমেঃ

মানুষ পদের জাত্যর্থ হচ্ছে 'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এখন এর সাথে সভ্যতা যোগ করলে জাত্যর্থ দাঁড়াবে জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সভ্যতা। ফলে এ তিনটি জাত্যর্থধারী পদের ব্যক্ত্যর্থ হবে 'সকল সভ্য মানুষ'। আর এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে। কারণ সকল মানুষের ব্যক্ত্যর্থের চেয়ে সকল সভ্য মানুষের ব্যক্ত্যর্থ কম। কারণ এখানে অসভ্য মানুষেরা বাদ পড়েছে। ফলে প্রমাণিত হল যে, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে।

ঘ. পদের জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়েঃ

মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকে বাদ দিলে এর জাত্যর্থ দাঁড়াবে কেবল জীববৃত্তি-তে। এতে করে মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে গিয়ে সকল মানুষ থেকে সকল প্রাণীতে দাঁড়াবে। কারণ জীববৃত্তি গুণটি সকল প্রাণীতেই বর্তমান। আর সকল প্রাণীর সংখ্যা সকল মানুষের চেয়ে বেশী। সুতরাং এতে প্রমাণিত হল যে, জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে। ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের বাড়া-কমার নিয়মটি ছকের সাহায্যে আরও ভালভাবে বুঝানো যেতে পারে।

ব্যক্ত্যর্থ	পদ	জাত্যর্থ
সকল প্রাণী (মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী)	প্রাণী	প্রাণীত্ব + জীববৃত্তি
সকল মানুষ (শিক্ষিত + অশিক্ষিত)	মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি
সকল শিক্ষিত মানুষ	শিক্ষিত মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + শিক্ষা

উপরের ছকে জীবের ব্যক্ত্যর্থ সবচেয়ে বেশী, কিন্তু জ্যত্যর্থ সবচয়ে কম। মানুষের ব্যক্ত্যর্থ জীবের চেয়ে কম, কিন্তু জাত্যর্থ বেশী। শিক্ষিত মানুষের ব্যক্ত্যর্থ মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু জাত্যর্থ বেশী। এ ছকে শিক্ষিত মানুষ থেকে মানুষের এবং মানুষ থেকে জীবের দিকে গমন করলে দেখা যায় যে, ব্যক্ত্যর্থ ক্রমেই বাড়ে এবং জাত্যর্থ থেকে শিক্ষিত মানুষের দিকে গমন করলে জাত্যর্থ ক্রমেই বাড়ে এবং ব্যক্ত্যর্থ ক্রমেই কমে। অর্থাৎ এর দ্বারা প্রমাণিত যে, ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থে কমে এবং জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে।

ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থর হ্রাস-বৃদ্ধির এ নিয়ম দুটি চিত্রের সাহায্যে বুঝানো যেতে পারে।
উপরিউক্ত চিত্রগুলোকে শিক্ষিত মানুষ থেকে মানুষ এবং মানুষ থেকে প্রাণীতে গমন করতে

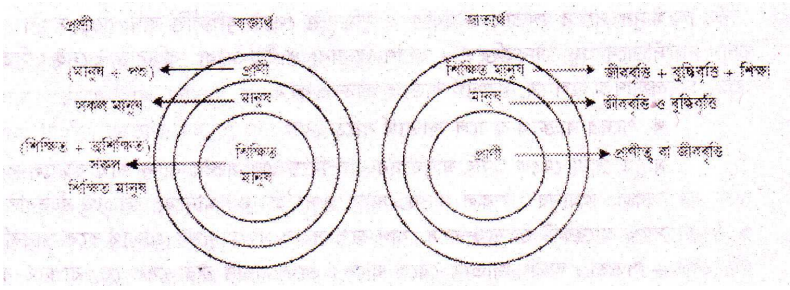

ব্যক্ত্যর্থের পরিধি যতই বড় হচ্ছে জাত্যর্থের পরিধি ততই ছোট হয়ে আসছে। আবার জাত্যর্থের পরিধি যতই বড় হচ্ছে ব্যক্ত্যর্থের পরিধি ততই ছোট হয়ে আসছে। অর্থাৎ এতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্ত্যর্থের পরিধি বাড়লে জাত্যর্থের পরিধি কমে যাচ্ছে। আবার জাত্যর্থের পরিধি বাড়াতে গেলে ব্যক্ত্যর্থের পরিথি কমে আসছে। সুতরাং এতে প্রমাণ হল যে ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থে বিপরীত ক্রমে বাড়ে কমে।

২.২.৫ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের বিপরীতমুখী সম্পর্কের সীমাবদ্ধতাঃ

ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মাঝে যে বিপরীতমুখী সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হল তার কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। যে সব ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপঃ

প্রথমত:

এই বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মটি কোন একক পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ অথবা জাত্যর্থ বাড়িয়ে দিলে বা কমিয়ে দিলে পদটি আর সে পদ থাকেনা। একটি নতুন পদের সৃষ্টি হয়, ফলে নিয়মটি সেখানে প্রযোজ্য নয়। যেমন- জীব, মানুষ, সৎ মানুষ এগুলো শ্রেণী বা জাতীবাচক পদ। নিয়মটি এগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু বিশেষ মানুষ, করিম, রহিম বা বিশেষ বস্তু চাঁদ, সূর্য, বইটি, কলমটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয়ত:

কোন কোন ক্ষেত্রে পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়তে দেখা যায়। কিন্তু তার জাত্যর্থ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন- একটি নতুন দ্বীপের আর্বিভাব ঘটার পর দ্বীপ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে যায়। কিন্তু তার জাত্যর্থ কমে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পদের জাত্যর্থকে বাড়তে দেখা যায় কিন্তু তার ব্যক্ত্যর্থ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন- গবেষণার ফলে সোনা ধাতুর একটি নতুন গুণ আবিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু তাতে সোনার ব্যক্ত্যর্থের কোন পরিবর্তন হবে না। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে যে বিপরীত অনুপাতের সম্পর্ক বিদ্যমান তাতে কোন প্রকার গাণিতিক অনুপাত নেই। ঠিক কতটা ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে ঠিক কতটা জাত্যর্থ কমবে অথবা ঠিক কতটা জাত্যর্থ বাড়লে কতটা ব্যক্ত্যর্থ কমবে এ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। উদাহরণস্বরূপ, 'মানুষ' পদটির সাথে যদি একবার 'শ্বেতত্ব, ও অন্যবার 'অন্ধত্ব' গুণ সংযুক্ত করা হয় তাহলে গাণিতিক অনুপাত থাকলে 'শ্বেত মানুষ' ও অন্ধমানুষের সংখ্যা সমান হত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 'শ্বেত মানুষের ব্যক্ত্যর্থ অন্ধ মানুষের ব্যক্ত্যর্থ অপেক্ষা অনেক বেশী।

তৃতীয়ত:

পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের বিপরীতমুখী বাড়া-কমার নিয়মটি একই পদ সম্পর্কিত নয়। কারণ কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ বা জাত্যর্থের বাড়া-কমার ফলে আসলে একটি নতুন পদের সৃষ্টি হয়। যেমন- মানুষ পদের জাত্যর্থ থেকে 'বুদ্ধিবৃত্তি' বাদ দিলে আমরা একটি নতুন পদ পাই এবং পদটি হল 'প্রাণী'। ফলে মানুষ পদটির অবলুপ্তি ঘটে।

চতুর্থত:

ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের বিপরীত হ্রাস-বৃদ্ধি আবশ্যিক কোন কিছু নয়। কারণ এর কোন একটি বাড়লে অপরটিকে কমতেই হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন- নতুন কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে কোন একটি বস্তুর নতুন কোন গুণ আবিষ্কৃত হয়ে এর জাত্যর্থ বাড়লেও ব্যক্ত্যর্থ একই থাকতে পারে। যেমন- বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে কোন ধাতব পদার্থের একটি নতুন গুণ আবিষ্কৃত হয়ে তার জাত্যর্থ বাড়লেও ব্যক্ত্যর্থ কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে। অতএব ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থের সম্পর্কের আলোচনাও পর্যালোচনা থেকে পরিশেষে একথা বলা যায় যে, ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে বিপরীতমুখী কোন বাড়া-কমার সম্পর্ক নেই। কারণ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের পরিবর্তনে বা হ্রাস-বৃদ্ধিতে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব পদটি বিলীন হয়ে একটি নতুন পদের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ বাড়ার পরও পদটির জাত্যর্থের কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটেনা। অথবা জাত্যর্থের বৃদ্ধিতে ব্যক্ত্যর্থের হ্রাস হয় না। তাই ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মটি কোন সার্বিক নিয়ম নয় এবং যা সার্বিক নয়,তাকে বৈধ নিয়ম বলেও আখ্যায়িত করা যায় না।

অতএব বলা যায় পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মাঝে কোন বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক নেই। আর কোন পদের সাথে অন্যপদ যুক্ত হলে অধিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পন্ন যে পদের উদ্ভব ঘটে সে হল পরিবর্তিত ভিন্ন পদ। একইভাবে বলা যায় কোন পদের জাত্যর্থ হতে কোন অংশ বাদ দিলে কিংবা কোন পদের জাত্যর্থের সাথে নতুন কোন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হলেও সৃষ্টি হয় একটা নতুন পদের। তাই ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মাঝে যে পারস্পরিক হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক কল্পনা করা হয়, বাস্ড়বে তা কখনই সম্পন্ন করা হয় না।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান পাঠে আমরা আলোচনা করেছি পদের ব্যবহার। পদের ব্যবহার করতে গিয়ে প্রথমে আমরা দেখি পদটি কোন বস্তুর বা ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য এবং পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি পদটি যে সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য তাদের মাঝে কী কী গুণ রয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পদের দুটি দিক আছে-একটি হল পদের সংখ্যার দিক আর অপরটি হলো পদের গুণের দিক। পদের সংখ্যার দিকটিকে বলে ব্যক্ত্যর্থ ও পদের গুণের দিকটাকে বলে জাত্যর্থ। ব্যক্ত্যর্থ বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে এবং জাত্যর্থ বস্তু বা ব্যক্তির আবশ্যিক গুণ নির্দেশ করে। এ পাঠে ব্যক্ত্যর্থ ও জ্যত্যর্থের বিপরীত অনুপাতের নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের একের হ্রাস ও বৃদ্ধি যথাক্রমে অপরের বৃদ্ধি ও হ্রাস সূচনা করে। যেমন– ব্যক্ত্যর্থের হ্রাস হলে জাত্যর্থের বৃদ্ধি হয়। ব্যক্ত্যর্থের বৃদ্ধি হলে জাত্যর্থের হ্রাস হয়। জাত্যর্থের হ্রাস হলে ব্যক্ত্যর্থের বৃদ্ধি হয় এবং জাত্যর্থের বৃদ্ধি হলে ব্যক্ত্যর্থের হ্রাস হয়। উল্লেখযোগ্য,অনেক যুক্তিবিদ মনে করেন যে, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থে বিপরীত মুখী হ্রাস ও বৃদ্ধির সাথে কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। একটি বাড়লে আরেকটি কম্বে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. যে বস্তু বা ব্যক্তির উপর পদ প্রযোজ্য তাকে কী বলে?
   ক. জাত্যর্থ খ. ব্যক্ত্যর্থ গ. অজ্ঞাত্যর্থ ঘ. পদ

২. পদের গুণের দিককে কী বলে?
   ক. ব্যক্ত্যর্থ খ. জাত্যর্থ গ. বুদ্ধিবৃত্তি ঘ. জীববৃত্তি

৩. মানুষ পদের জাত্যর্থ কী?
   ক. বুদ্ধিবৃত্তি খ. জীববৃত্তি গ. জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি
   ঘ. আংশিক জীববৃত্তি ও আংশিক বুদ্ধিবৃত্তি।

৪. নীচের কোন বাক্যটি সত্য?
   ক. জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে।
   খ. ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ বাড়ে।
   গ. জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ কমে।
   ঘ. জাত্যর্থ বাড়া বা কমার মাঝে কোন সম্পর্ক নেই।

পাঠ ৩

পদের বিভিন্ন বিভাগ

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি-

- পদের বিভিন্ন প্রকার বিভাগ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- পদের শ্রেণীবিভাগ গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারবেন।
- স্বকীয় নামবাচক পদ জাত্যর্থক কি-না তা আলোচনা করতে পারবেন।

২.৩.১: পদের শ্রেণী বিভাগ (Various Kinds of Terms)

যুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী পদকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। বিভিন্ন যুক্তিবিদ পদকে এ বিভাগ করার বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন। যুক্তিবিদ মিল পদের এ বিভাগকে নামের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Names) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী পদের বিভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এদের পদের বিভাজন না বলে প্রকারভেদ হিসাবে আলোচনা করাই অধিক সুবিধাজনক।

নিম্নে পদের শ্রেণীবিভাগ গুলো ব্যাখ্যা করা হল:

১. সরল পদ বা একশাব্দিক পদ (Simple Term)
   যৌগিক পদ বা বহুশাব্দিক পদ (Composite Term)
২. একার্থক পদ (Univocal Term)
   অনেকার্থক পদ (EquivocalTerm)
৩. বিশিষ্ট পদ (Singular Term)
   সাধারণ পদ (General Term)
৪. সমষ্টিবাচক পদ (Collective Term)
   ব্যষ্টিবাচক পদ (Non-Collective Term)
৫. বস্তুবাচক পদ (Concrete Term)
   গুণবাচক পদ (Abstract Term)
৬. সদর্থক পদ (Positive Term)
   নঞর্থক বা নেতিবাচক পদ (Negative Term)
   ব্যাহতার্থক পদ (Privative Term)
৭. নিরপেক্ষ পদ (Absolute Term)
   সাপেক্ষ পদ (Relative Term)
৮. নির্দিষ্ট পদ (Definite Term)
   অনির্দিষ্ট পদ (Indefinite Term)
৯. জাত্যর্থক পদ (Connotative term)
   অজার্থক পদ (Non-Connotative Term)

১০. বিপরীত পদ (Contradictary Contrary Term)

১১. বিরূদ্ধ পদ (Contrary Term)

২.৩.২ সরল পদ বা এক শাব্দিক পদঃ

যে পদ একটি মাত্র শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে সরল পদ (Simple Term) বলে। যেমন- মানুষ, প্রাণী, ছাত্র, পুস্তক ইত্যাদি। এই ধরনের পদ কেবল একটি শব্দ দিয়ে গঠিত হয় বলে এদের একশাব্দিক (Single worded) পদও বলা হয়।

যৌগিকপদ বা বহুশাব্দিক পদঃ

একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত পদকে যৌগিক পদ বলে। যেমন- 'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি' 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার'। যৌগিক পদগুলো একাধিক বা বহুশব্দের সমন্বয়ে গঠিত বলে এগুলোকে যৌগিক পদ বা বহুশাব্দিক (Many-worded) পদ বলা হয়।

২.৩.৩ একার্থক পদঃ

যে পদে কেবল মাত্র একটি অর্থ আছে বা যে পদ একটা অর্থে ব্যবহার হয় তাকে একার্থক পদ বলে। যেমন- বই, খাতা, কলম, টেবিল ইত্যাদি। এই পদগুলোর প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। তাই পদগুলো সব সময়ই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অনেকার্থক পদঃ

যে পদে দুই বা তার অধিক অর্থ আছে তাকে অনেকার্থক পদ বলে। অর্থাৎ একই পদ এক বাক্যে এক অর্থে এবং অন্য বাক্যে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কর, অর্থ, তীর, গজ, দন্ড ইত্যাদি। এই পদগুলো প্রত্যেকের একাধিক অর্থ আছে। যেমন 'কর' বলতে 'হাত' কিংবা 'খাজনা' বুঝায়। 'দন্ড' বলতে 'শাস্তি' কিংবা 'লাঠি' বুঝায়। তাই এসব অনেকার্থক শব্দ। যুক্তিবিদ মিল সহ অনেকেই মনে করেন যে, শব্দ অনেকার্থক হলেও পদ অনেকার্থক হতে পারেনা। কেননা পদ হল যুক্তিবাক্যের অংশ। যুক্তিবিদ্যায় প্রতি পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট। একটি পদে কেবল একটি এবং একটি মাত্র অর্থই থাকবে। অতএব, পদের এই শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করা যায় না। তবে এ বিভাগ শব্দের বেলায় খাটে, কেননা শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে।

২.৩.৪ বিশিষ্ট পদঃ

যে পদ একই অর্থে একটি মাত্র বিষয় স্থান বস্তু বা গুণ নির্দেশ করে তাকে বিশিষ্ট পদ বলে। যেমন-ঢাকা, ফাহিম, এই মানুষটি ইত্যাদি। এখানে ঢাকা বলতে একটি বিশেষ নগরীকে বুঝায় এবং ফাহিম পদ দ্বারা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়। সে জন্যই এ পদকে বিশিষ্ট বা একক পদ বলে। বিশিষ্ট পদগুলোকে আবার দুইশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ এবং অর্থহীন বিশিষ্টপদ। যখন কোন বিশিষ্ট পদ সরাসরি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে কোন গুণ বা তাৎপর্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝতে সাহায্য করে তাকে অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ বলা হয়। যেমন-'সূর্যোদয়ের দেশ' একটি অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ। কারণ এই পদটি সরাসরিভাবে 'জাপান' দেশকে না বুঝিয়ে একটি বিশেষ গুণ বা তাৎপর্যের মাধ্যমে অর্থাৎ যে দেশে প্রথমে সূর্য দেখা যায় বলে ধরা হয় তাকে বুঝায়। এমনি বাজারের শহর (কায়রো), বিশ্বের সর্বোচ্চশৃঙ্গ (এভারেস্ট), পশুরাজ (সিংহ) ইত্যাদি পদগুলি তাদের অন্তর্গত কিছু বিশেষ গুণ বা তাৎপর্যের মাধ্যমে কোন বিশেষ স্থান বস্তু প্রাণীর নির্দেশ দেয় বলে এগুলোকে বিশিষ্ট অর্থপূর্ণ পদ বলে। অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদগুলো প্রধানতঃ বর্ণনামূলক। কারণ এগুলো যে বস্তু নির্দেশ করে তার সাথে সরাসরি পরিচয় না থাকলেও তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে তাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে যে পদ কোন গুণ বা তাৎপর্যের উল্লেখ

ছাড়াই সরাসরি নির্দেশ দেয় তাকে অর্থহীন বিশিষ্ট পদ বলে। যেমন- অর্থহীন বিশিষ্ট পদ টোকিও, নিউইয়র্ক ইত্যাদি অর্থহীন বিশিষ্ট পদ। প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন বিশিষ্ট পদকে অন্যকথায় বিশিষ্ট নাম (Proper name) বলে। এরূপ বিশিষ্ট পদগুলিকে অর্থহীন বলা হয়। এ কারণে যে প্রকৃতই টোকিও নাম কোন স্থান বা শামীম নামে কোন ব্যক্তি না থাকলে নামগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া স্বকীয় নাম বা অনিবার্যরূপে কোন গুণের নির্দেশ দেয় না। তাই এগুলো অর্থহীন।

সার্বিক পদঃ

যে পদ একই অর্থে অনির্দিষ্ট সংখ্যক বা প্রত্যেকটিকে বুঝায় তাকে সার্বিক বা সাধারণ পদ বলে। যেমন- 'মানুষ' মানুষ বলতে হাসান, নাসিম, রাম, জনসহ অনির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে বুঝায়। সে জন্যই এটি সার্বিক পদ। সেরূপ মানুষ, পাখি, ফুল, পেন্সিল, টেবিল সব সার্বিক পদ। শ্রেণীবাচক পদকে সার্বিক পদ বলে এবং যে পদ শ্রেণীর অন্তর্গত কোন বিশেষকে বুঝায় তাকে বিশিষ্ট পদ বলে।

২.৩.৫ ঃ সমষ্টিবাচক পদঃ

যে পদ একই শ্রেণীর কতকগুলো ব্যক্তি বা বস্তুকে পৃথক ভাবে না বুঝিয়ে শুধু ব্যক্তি বা বস্তু সমষ্টিকে বুঝায় তাকে সমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন-সৈন্যবাহিনী, সমাজ, পাঠাগার ইত্যাদি। সৈন্যবাহিনী বলতে আমরা পৃথক কোন সৈন্যকে বা পাঠাগার বলতে আমরা কোন বইকে আলাদাভাবে বুঝিনা, যথাক্রমে সৈন্যদল বা বইয়ের সমষ্টিকে বুঝি। তেমনিভাবে সমাজ বলতে কিছু জনসমষ্টিকে বুঝি। তাই এগুলো সমষ্টিবাচক পদ। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব সমষ্টিবাচক পদ সাধারণ পদ নয়। কেননা কোন সাধারণ পদ দ্বারা কোন শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিষয় বা বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু সমষ্টিবাচক কোন পদ দ্বারা এর অন্তর্গত প্রত্যেক বিষয়কে বুঝায় না। বরং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র শ্রেণীকে বুঝায়। যেমন গ্রন্থাগার বলতে অনেক গ্রন্থের সমাহারকে বুঝায়। অথচ গ্রন্থ বলতে প্রত্যেকটা গ্রন্থকে বোঝায়। তাই 'গ্রন্থাগার' সমষ্টিবাচক পদ হলেও গ্রন্থ সাধারণ পদ। সব সমষ্টিবাচক পদ গুলি সার্বিক পদ না হলেও সমষ্টি-বাচক পদগুলি যেমন সার্বিক পদ হতে পারে তেমনি আবার বিশিষ্ট পদও হতে পারে। সে অনুযায়ী সমষ্টিবাচক পদ দু'প্রকার। যেমন-

ক. বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ

খ. সার্বিক সমষ্টিবাচক পদ

ক. বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদঃ- যে সমষ্টিবাচক পদ কোন বিশিষ্ট সমষ্টিকে নির্দেশ করে তাকে বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন- ঢাকা কলেজের গ্রন্থগার দ্বারা সমষ্টি বোঝানো হয়েছে। তাই উল্লিখিত পদ একটা বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ।

খ. সার্বিক সমষ্টিবাচক পদঃ- যে সমষ্টিবাচক পদ কোন একক সমষ্টিকে না বুঝিয়ে সাধারণ ভাবে সমষ্টিগুলির প্রত্যেকটা বোঝায় তাকে সার্বিক সমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন- গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পদ দ্বারা পৃথিবীর সব গ্রন্থাগারকে বোঝানো হয় বলে তা একটা সার্বিক পদ। অতএব, বলা যায় কোন সমষ্টিবাচক পদ যখন অনির্দিষ্ট সংখ্যক সমষ্টির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় কেবল তখনই তাকে সার্বিক সমষ্টিবাচক পদরূপে মনে করা হয়।

অসমষ্টিবাচক পদঃ

যে পদ একই অর্থে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত বস্তুগুলোকে সমষ্টিগতভাবে না বুঝিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বুঝায় তাকে সমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন- মানুষ, ছাত্র, নদী, মাছ ইত্যাদি অসমষ্টিবাচক পদ।

এখানে উল্লেখ্য যে, সমষ্টিবাচক পদের বিরোধী পদগুলোর কোন নির্দিষ্ট নাম নাই। কোন বস্তুকে একক হিসাবে অথবা কতকগুলো বস্তুর সমষ্টি হিসাবে দেখা হচ্ছে কি না এর উপর নির্ভর করেই অসমষ্টিবাচক এবং সমষ্টিবাচক পদের পার্থক্য করা হয়েছে। যুক্তিবিদ কফি সমষ্টিবাচক পদের বিপরীত পদ হিসাবে অসমষ্টিবাচক পদকে ঐকিক পদ বলেছেন।

২.৩.৬ বস্তুবাচক পদঃ

যে পদ কোন বিষয় বা বস্তুকে বুঝায় তাকে বস্তুবাচক পদ বলে। যেমন- মানুষ, ঘর, বই, খাতা, ইত্যাদি বস্তুবাচক পদকে মূর্তপদ বলা হয়ে থাকে। আবার কোন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বা বস্তুর নামকে বস্তুবাচক পদ বলে বা বস্তুবাচক পদ বলা যেতে পারে। কেননা শিক্ষক বলতে বিশেষ গুণবিশিষ্ট মানুষকে বোঝাযায়।

গুণবাচক পদঃ

যে পদ কোন বিষয় বা বস্তুকে না বুঝিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাদের গুণকে বুঝায় তাকে গুণবাচক পদ বলে। যেমন মনুষত্ব, দেবত্ব, সত্যবাদিতা, উদারতা, কার্পণ্য ইত্যাদি গুণবাচক পদ। কারণ এগুলো ব্যক্তিকে না বুঝিয়ে গুণকে বোঝাচ্ছে। আবার 'মনুষ্যত্ব' পদ দ্বারা মানুষের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয় বলে এ পদ গুণবাচক। তবে বিষয় বা বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোন গুণের অস্তিত্ব বাস্তবে অসম্ভব বলে এ ধরনের পদগুলিকে বিমূর্ত পদও বলা হয়।

২.৩.৭ সদর্থক বা ইতিবাচক পদ বা ভাববাচক পদ

যে পদ দ্বারা কোন গুণের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি বুঝায় তাকে সদর্থক বা ইতিবাচক পদ বা ভাববাচক পদ বলে। যেমন- সৎ, মানুষ, সুখ, লোভ ইত্যাদি পদ সদর্থক। কারণ এসব পদ যে বস্তু বা গুণের নির্দেশ দিচ্ছে সেগুলোর অস্তিত্ব আছে। যেমন- সৎ বলতে সততা, সুখী বলতে সুখ এসবের অস্তিত্ব বুঝায়।

নঞর্থক পদ বা নেতিবাচক পদ বা অভাববাচক পদঃ

যে পদ কোন বস্তু বা গুণের অভাব বা অনুপস্থিতি বুঝায় তাকে নঞর্থক বা নেতিবাচক বা অভাববাচক পদ বলে। যেমন-অমানুষ, অসুখ, নির্দয় ইত্যাদি পদগুলো নঞর্থক পদ। কারণ অমানুষ বলতে মনুষ্যত্বের অভাব, নির্দয় বলতে দয়ার অভাব, অসুখ বলতে সুখের অভাব বা অনুপস্থিতি বুঝায়।

ব্যাহতার্থক পদঃ

যে পদ এমন একটি গুণের নির্দেশ করে যে গুণটি স্বাভাবিকভাবে বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত থাকার কথা কিন্তু বর্তমানে উপস্থিত নেই তবে ভবিষ্যতে সে গুণটির আবার আবির্ভাব ঘটতে পারে সে পদকে ব্যাহতার্থক পদ বলে। যেমন- অন্ধ, খোড়া, বোবা ইত্যাদি ব্যাহতার্থক পদ। কারণ খোঁড়া পদটি দ্বারা হাঁটার ক্ষমতার বর্তমান অনুপস্থিতি বুঝায় যা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার কথা ছিল। তবে চিকিৎসার দ্বারা ভবিষ্যতে হাঁটার ক্ষমতা আবার ফিরেও পাওয়া যেতে পারে। একই কথা অন্ধ ও বোবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই এ পদগুলো ব্যাহতার্থক পদ। ব্যাহতার্থক পদ এক প্রকারের নেতিবাচক বা নঞর্থক পদ। তবে নঞর্থক পদের সাথে ব্যাহতার্থক পদের পার্থক্য হল এটা বস্তুতে বর্তমানে কোন গুণের অভাব বুঝালে ও এটার

আভাস দেয় যে, বর্তমানে থাকা ঔ গুণটি বস্তুতে থাকাটাই স্বাভাবিক। যা হয়ত কোন সময় বস্তুতে ছিল বর্তমানে নেই, তবে ভবিষ্যতে আবার বস্তুতে ফিরে আসলেও আসতে পারে যেমন- 'বোবা' পদটির কোন ব্যক্তির 'বাকশক্তির' বর্তমান অভাব বা অনুপস্থিতি বুঝলেও এটি আভাস দেয় যে, মানুষ মাত্রই বাক শক্তি সম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক এবং একজন বোবা ব্যক্তির চিকিৎসার মাধ্যমে তার বাক শক্তি ফিরেও পেতে পারে। ব্যহতার্থক পদ এক প্রকারের নঞর্থক বা অ-ভাববাচক পদ, তবে অ-ভাববাচক পদের সাথে পার্থক্য হলো এই যে, এটা কোন বস্তুতে কোন গুণের বর্তমান অভাব নির্দেশ করে কিন্তু ইঙ্গিত করে যে ঐ গুণ ঐ বস্তুতে থাকাই স্বাভাবিক এবং কোন ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তির বর্তমান অভাব বুঝায়। কিন্তু এই পদটিতে এ ইঙ্গিত আছে যে মানুষের পক্ষে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

যে কোন সদর্থক পদের পূর্বে ইংরেজিতে Not non, un, dis প্রভৃতি এবং বাংলায় অ, ন, অন, নিঃ, নয় প্রভৃতি যোগ করে নঞর্থক পদ পাওয়া যায়। পদের আকার দেখে সব সময় বুঝা যায় না যে, কোন পদ সদর্থক আর কোন পদ নঞর্থক। অনেক পদ আকৃতির দিক হতে সদর্থক হলেও প্রকৃত পক্ষে নঞর্থক, যেমন-মরণে, শূন্য প্রভৃতি। মরণ জীবনের অভাব বুঝায় আবার শূন্যও কোন কিছুর অভাব বুঝায়। অতএব এরা নঞর্থক। আবার কোন কোন পদ দেখতে নঞর্থক হলেও প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ অর্থের দিক হতে সদর্থক, যেমন- অসুখী, অমূল্য প্রভৃতি। অসুখী শব্দটিতে শুধু সুখের অভাব বুঝায় না, দুঃখের অস্তিত্বও বুঝায়। সেরূপ অমূল্যও সদর্থক পদ। কোন কোন পদ সদর্থক কি নঞর্থক তা নির্ণয় করতে হবে তার অর্থ দেখে।

২.৩.৮ নিরপেক্ষ পদ

যে পদের অর্থ অন্য পদের সাহায্য ছাড়াও বুঝা যায় তাকে নিরপেক্ষ পদ বলে। অর্থাৎ যে বস্তু বা গুণে স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থ আছে তাকে নিরপেক্ষ পদ বলে। নিরপেক্ষ পদের অর্থ অন্য পদের উপর নির্ভর করেনা। যেমন- প্রাণী, বিদ্যালয়, শিক্ষা ইত্যাদি। এদের অর্থ বা তাৎপর্য বোঝার জন্য পদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। আমরা অন্য ভাবেও বলতে পারি যে, এসব পদের অর্থ অন্য কোন পদের সাহায্য ছাড়াই আমরা বুঝতে পারি বলে এগুলো নিরপেক্ষ পদ।

সাপেক্ষ পদঃ

যে পদের অর্থ বুঝতে হলে অন্য পদের সাথে একে যুক্ত দেখতে হয় সে পদকে সাপেক্ষ পদ বলে। কাজেই সাপেক্ষ পদ গুলো অন্য পদের সাহায্য ছাড়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেমন- শিক্ষক, পুত্র, ক্ষুদ্র ইত্যাদি। কোন সাপেক্ষ পদের অর্থ বুঝতে হলে অন্য এক পদের সাথে এর অর্থ বুঝতে হবে যেমন ছাত্র ছাড়া শিক্ষক হয়না। সেরূপ পিতা ছাড়া পুত্র, স্বামী ছাড়া স্ত্রী হতে পারেনা। এরূপ দু'টি সাপেক্ষ পদকে পরস্পরের সম্পর্কে পরস্পর সাপেক্ষ বা অন্যান্য সাপেক্ষ (Co- relative) বলা হয়; যেমন- পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, শিক্ষক-ছাত্র ইত্যাদি।

২.৩.৯: নির্দিষ্ট পদ

যে পদ কোন একটি বস্তু বা শ্রেণীর অন্তর্গত বস্তু সমূহকে নির্দিষ্টভাবে বুঝায় তাকে নির্দিষ্ট পদ বলে। যেমন-লোকটি, রহিম, হিমালয়, বইখানা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট পদে প্রয়োগক্ষেত্রে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। কাজেই পদটি বিশেষ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে, অন্যকোন কিছুকে নয়। একটি পদকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা কোন সময় ব্যক্তি বা বস্তুর নাম ব্যবহার করি। আবার কোনো কোনো সময় পদের সাথে টি, টা, খানা, খানি ইত্যাদি যুক্ত করি। যেমন রহিম পদটি দ্বারা আমরা বিশেষ একজন ব্যক্তিকে বুঝি। আবার লোকটির দ্বারা বিশেষ একজন লোককে বোঝানো হয়। নির্দিষ্ট পদ আবার দুই ধরনের হতে পারে:বিশেষ ও

সার্বিক। যখন কোন পদ নির্দিষ্টভাবে একটি বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝায় তখন তাকে বিশেষ নির্দিষ্ট পদ বলে। যেমন- ফয়সাল, এই লোকটি, সূর্য ইত্যাদি। অন্যদিকে যখন কোন পদ নির্দিষ্টভাবে একটি শ্রেণী বা জাতির অন্তর্গত সমস্ত বস্তুকে বুঝায় তখন তাকে সার্বিক নির্দিষ্ট পদ বলে। যেমন- সকল প্রাণী, সকল ছাত্র ইত্যাদি।

অনির্দিষ্ট পদঃ

যে পদ দ্বারা নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তি বস্তু বা স্থানকে বুঝানো হয় না তাকে অনির্দিষ্ট পদ বলে। অনির্দিষ্ট পদের প্রয়োগক্ষেত্র কখনই নির্ধারিত থাকেনা। সে কারণেই এ প্রকারে পদ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়। যেমন- একটি প্রাণী, একটি দেশ, একটি বল, একটি বিদ্যালয় ইত্যাদি। এক্ষেত্রে একটি বলতে কোন নির্দিষ্ট বলকে বুঝায় না যে কোন একটি বলকেই বুঝানো হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত পদ গুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয় বলে এরা প্রত্যেকেই অনির্দিষ্ট পদ।

২.৩.১০ জাত্যর্থক পদঃ

যে পদ দ্বারা কোন বিষয় বা বস্তুর এবং ঐ বস্তু বা বিষয়ের সাধারণ ও অনিবার্য গুণকে বুঝানো হয় তাকে জাত্যর্থক পদ বলে। অর্থাৎ যে পদের ব্যক্ত্যর্থ এবং জাত্যর্থ দু'টোই আছে তাকে জাত্যর্থক পদ বলে। যেমন-মানুষ পদটি জাত্যর্থক, মানুষ পদের ব্যক্তর্থ হল সব মানুষ এবং এর জাত্যর্থ হল জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। তাই আমরা বলতে পারি, মানুষ পদটি জাত্যর্থক। কারণ মানুষ পদের জাত্যর্থ ও ব্যক্ত্যর্থ দুটোই আছে।

অজাত্যর্থক পদঃ

যে পদ শুধুই কোন বস্তু বা ব্যক্তির গুণ নির্দেশ করে তাকে অজাত্যর্থক পদ বলে। অর্থাৎ যে পদের হয় ব্যক্ত্যর্থ না হয় জাত্যর্থ আছে, কিন্তু দুটি এক সাথে নেই সে পদকে অজাত্যর্থক পদ বলে। যুক্তিবিদ মিল বলেন, একটি অজাত্যর্থক পদ হল সেই পদ যা শুধুমাত্র একটি বস্তুকে বা শুধুমাত্র একটি গুণকে প্রকাশ করে। যেমন-সততা, শুভ্রতা, লন্ডন ইত্যাদি। এখানে 'লন্ডন' পদ দ্বারা একটি শহর নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কেবল ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশিত হয়েছে। জাত্যর্থ প্রকাশিত হয়নি। আবার সততা পদটি দ্বারা কেবল গুণ বা জাত্যর্থ প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু এর ব্যক্ত্যর্থ নেই। সেজন্যই লন্ডন ও সততা পদ দুটি অজাত্যর্থক।

নিম্নলিখিত পদগুলো জাত্যর্থক

১. যে কোন সার্বিক পদ জাত্যর্থক। সার্বিক পদ বস্তুবাচক হতে পারে আবার গুণ বাচকও হতে পারে। যেমন-মানুষ পদটি বস্তুবাচক সার্বিক পদ এবং নিষ্ঠা পদটি গুণবাচক সার্বিক পদ।

২. অর্থ পূর্ণ বিশিষ্ট পদগুলো জাত্যর্থক। যেমন- বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ। এ পদটি একটি অর্থ পূর্ণ বিশিষ্টপদ এবং জাত্যর্থক পদ, কারণ এর ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে একটি পর্বতশৃঙ্গ এবং জাত্যর্থ হচ্ছে উচ্চতা।

নিম্নলিখিত পদগুলো অজাত্যর্থকঃ

১. বিশিষ্ট গুণবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক; যেমন- তুষার 'শুভ্রতা' এ বিশিষ্ট গুণ বাচক পদটি অজাত্যর্থক। কারণ শুভ্রতা গুণটি এর জাত্যর্থ কিন্তু এর কোন ব্যক্ত্যর্থ নেই।

২. বিশিষ্ট নাম বা স্বকীয় নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক। যেমন- 'রাম' নামের শুধু ব্যক্ত্যর্থ আছে জাত্যর্থ নেই। তাই এ স্বকীয় নামবাচক পদটি অজাত্যর্থক তবে স্বকীয় নামবাচক পদগুলো জাত্যর্থক, কি অজাত্যর্থক এ নিয়ে যুক্তিবিদরা একমত পোষণ করেন না।

২.৩.১১ জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদের পার্থক্য

জাত্যর্থক পদ ও অজাত্যর্থক পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা এ দুই পদের মাঝে কতগুলো পার্থক্য লক্ষ্য করি। নিম্নে পার্থক্যগুলো আলোচনা করা হল:

১. জাত্যর্থক পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয়ই আছে। অর্থাৎ জাত্যর্থক পদ দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ ও পরিমাণ উভয়ই প্রকাশ পায়। অপর পক্ষে অজাত্যর্থক পদের হয় ব্যক্ত্যর্থ থাকে নয় জাত্যর্থ থাকে, এক সাথে দুটি থাকেনা। অর্থাৎ জাত্যর্থক পদ দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ অথবা পরিমাণ নির্দেশ করা হয়। কিন্তু এক সাথে দুটি প্রকাশ পায় না।

২. সকল বস্তুবাচক সার্বিক পদগুলো জাত্যর্থক পদ বলে বিবেচিত হয়। কারণ সার্বিক বস্তুবাচক পদগুলো তাদের অন্তর্গত সমস্ত বস্তুর ব্যক্ত্যর্থ এবং এসব বস্তুতে বিদ্যমান অনিবার্য গুণগুলোকে নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে সকল নামবাচক বিশিষ্ট পদগুলো অজাত্যর্থক পদ হিসাবে গণ্য হয়। কারণ বিশিষ্ট নামবাচক পদগুলো শুধু ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে, কোনো জাত্যর্থ নির্দেশ দেয় না।

৩. জাত্যর্থক পদ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোন না কোন অর্থবোধক তাৎপর্য বহণ করে। কিন্তু সাধারণত: অজাত্যর্থক পদগুলো তাৎপর্যপূর্ণ কোন অর্থ বহন করেনা। এ কারণেই বিশিষ্ট যুক্তিবিদ মিল স্বকীয় নামবাচক পদগুলোকে অর্থহীন চিহ্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. সমস্ত গুণবাচক সার্বিক পদ গুলোকে জাত্যর্থক পদ বলা হয়। কারণ সার্বিক গুণবাচক পদে পরিমাণ ও গুণ অর্থাৎ ব্যক্তর্থ ও জাত্যর্থ উভয়েই প্রকাশ পায়। অন্যদিকে সকল গুণবাচক বিশিষ্ট পদগুলো অজাত্যর্থক পদ বলে বিবেচিত হয়। কারণ বিশিষ্ট গুণবাচক পদগুলো কোনো ব্যক্ত্যর্থ বা পরিমাণ ব্যক্ত করেনা, বরং শুধু জাত্যর্থ বা গুণ প্রকাশ করে।

৫. জাত্যর্থক পদের পরিসর ব্যাপ্তি অজাত্যর্থক পদের চেয়ে বেশী। কারণ জাত্যর্থক পদে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ দুই-ই থাকে এবং এতে সার্বিক বস্তুবাচক অন্তর্ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে অজাত্যর্থক পদের পরিসর জাত্যর্থক পদের চাইতে কম, কারণ অজাত্যর্থক পদের শুধু ব্যক্ত্যর্থ বা শুধু জাত্যর্থ থাকে এবং এতে শুধু বিশিষ্ট গুণবাচক ও নামবাচক পদগুলো অন্তর্ভূক্ত হয়।

৬. বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শ্রেণীবাচক পদগুলোই জাত্যর্থক পদ হিসাবে আমরা পেয়ে থাকি। যেমন- সার্বিক বস্তুবাচক বা সার্বিক গুণবাচক পদগুলো শ্রেণীবাচক পদেরই নির্দেশক। পক্ষান্তরে অজাত্যর্থক পদগুলো সাধারণত: শ্রেণীবাচক হয়না। বরং বিশিষ্ট পদ হয়ে থাকে। যেমন-বিশিষ্ট গুণবাচক বা বিশিষ্ট নামবাচক পদগুলোই অজাত্যর্থক পদ।

২.৩.১২ স্বকীয় নাম জাত্যর্থক না অ-জাত্যর্থক:

স্বকীয় নাম কি জাত্যর্থক না অজাত্যর্থক এ নিয়ে যুক্তিবিদের মাঝে মতভেদ আছে। স্বকীয় নামবাচক পদ জাত্যর্থক না অজাত্যর্থক তা ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমাদের জানা দরকার স্বকীয় নাম বলতে কী বুঝায়। কোন স্থান বা বস্তু বা প্রাণী বা ব্যক্তিবিশেষকে চিহ্নিত করার জন্য যে সাংকেতিক শব্দ বা ভাষাগত প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকেই স্বকীয় নাম বা নামবাচক পদ বলে। যেমন- লিটন, পদ্মা, ঢাকা, হিমালয় ইত্যাদি। এরূপ নামের দ্বারা আমরা কোন কিছুকে অন্য কিছু থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারি। অতএব, কোন বিষয়ের উপর স্বকীয় নাম প্রদান বা আরোপের মূল উদ্দেশ্য হলো বিষয়টিকে পৃথক করে চিহ্নিত করা। নিম্নে আমরা এ স্বকীয় নামবাচক পদ কি জাত্যর্থক না অজাত্যর্থক এ প্রশ্নে যুক্তিবিদদের যে মত পার্থক্য আছে তা এক এক করে আলোচনা করব।

মিলের মতবাদঃ

মিল বলেন, স্বকীয় নামবাচক পদ অজাত্যর্থক। কারণ এটি শুধু কোন বস্তু, ব্যক্তি বা স্থান নির্দেশ করে। অর্থাৎ ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করে, কোন গুণ বা জাত্যর্থ নির্দেশ করেনা। স্বকীয় নামবাচক পদের কেবল ব্যক্ত্যর্থ আছে, কোন জাত্যর্থ নেই। যেমন-যখন আমরা কোন শিশুকে 'শান্ত' নামে ডাকি বা কোন বিড়ালের নাম 'মিনি' রাখি তখন এই নামগুলো ঐ বিশেষ শিশুটিকে বা বিড়ালটিকে অন্যান্য শিশু বা বিড়াল থেকে পৃথক করে চিনে নেবার জন্য প্রতীক বা চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করি। তাই মিল বলেন, স্বকীয় নামগুলোর কোন তাৎপর্য পূর্ণ অর্থ নেই। তার মতে, স্বকীয় নামগুলো অর্থহীন চিহ্ন মাত্র। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, স্বকীয় নামের একটি উদ্দেশ্য আছে কিন্তু কোন অর্থ নেই। তাছাড়া মিলের মতে ব্যক্তি বা বস্তুর নামের সঙ্গে তার প্রকৃতি বা স্বভাবের কোন অনিবার্য সামঞ্জস্য থাকেনা। যেমন- কোন ফর্সা মেয়ের নাম 'কৃষ্ণা' আবার অন্ধ মেয়ের নাম 'সুনয়না' হতে পারে। কাজেই এসব নাম থেকে ঐসব ব্যক্তির আসল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই মিলের মতে স্বকীয় নামবাচক পদের শুধু ব্যক্ত্যর্থ থাকে, কিন্তু জাত্যর্থ থাকেনা। অর্থাৎ নামবাচক পদ অজাত্যর্থক।

জেভন্সের মতেঃ

স্বকীয় নামের ব্যক্ত্যর্থও জাত্যর্থ দুই-ই আছে। কাজেই স্বকীয় নাম জাত্যর্থক। আমরা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্যব্যক্তি বা বস্তু থেকে বিশেষ বিশেষ গুণের সাহায্যে আলাদা করে চিনে থাকি। বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারী হওয়ার জন্যই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য। অর্থাৎ স্বকীয় নাম কেবল একটি বিশেষ ব্যক্তিকেই বুঝায় না, সেই সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যকার গুণ- সমূহেরও ইঙ্গিত দেয়। তাই জেভন্স বলেন কোন ব্যক্তি হল্যান্ড নামটি ব্যবহার করলে স্বাভাবিক ভাবেই ঐ দেশের বিশেষ অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য-গুলোর কথাও তার মনে জাগবে। এ বৈশিষ্ট্য গুলোই হল্যান্ড নামটির জাত্যর্থ, কাজেই স্বকীয় নাম জাত্যর্থক। তাছাড়া জেভেন্স মনে করেন, স্বকীয় নাম অর্থহীন চিহ্ন হলে শুধু নামের সাহায্যে ব্যক্তিকে চিনে নেয়া যেত না। বিভিন্ন গুণের অধিকারী হওয়ার জন্যই রহিম নামের ব্যক্তি করিম নামের ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র। জেভন্সের মতে রহিম নামটি যদি করিম কিংবা জলিলকে না বুঝিয়ে শুধু রহিম নামধারী ব্যক্তিকেই বুঝায় তবে তা নিশ্চয় তার মধ্যেকার কতগুলি গুণের জন্য যে সব গুণ করিম কিংবা জলিলের মধ্যে নেই।

ডক্টর পি.কে. রায়, মিল ও জেভন্সের পরস্পর বিরোধী মত দুটির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে বিশিষ্ট নাম প্রথমে অজাত্যর্থক থাকে এবং পরে তা জাত্যর্থক হয়। অর্থাৎ বিশিষ্ট নাম জাত্যর্থক এবং অজাত্যর্থক দুই-ই।

উদাহরণস্বরূপ, প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকে অধ্যাপক যখন খাতা দেখে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ডাকতে শুরু করেন,তখনই সেই নামগুলো তার মনে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন গুণের প্রভাব ফেলে না। কাজেই নতুন ক্লাসে প্রথম দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম গুলো উক্ত অধ্যাপকের নিকট অজাত্যর্থক কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যতই তার পরিচয় ঘনিষ্ট হতে শুরু করে ততই এ নামগুলো বিশেষ গুণযুক্ত হতে থাকে এবং এই গুণগুলোর সাহায্যেই তিনি এক ছাত্রকে অন্য ছাত্র থেকে পৃথক চিনে নিতে পারেন। সুতরাং স্বকীয় নাম প্রথমে অজাত্যর্থক থাকে, পরে তা জাত্যর্থক হয়।

কার্ভেথ রীড বলেনঃ দু'টি কারণে স্বকীয় নাম গুলোকে অজাত্যর্থক বলার পক্ষে মত দেয়া যায়। প্রথমত স্বকীয় নামের যে অর্থ তা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও ঘটনা চক্রের উপর নির্ভরশীল। ফলে এর অর্থকে জাত্যর্থ বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু অন্য সব ব্যক্তি

বা বস্তু থেকে ভিন্ন সে বৈশিষ্ট্যগুলো অসংখ্য। এর সবগুলোকে উল্লেখ না করলে বস্তু বা ব্যক্তিকে সার্বিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। কিন্তু অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের সব গুলোর উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। স্বকীয় নামের জাত্যর্থ নির্ণয় করাও অসম্ভব । কাজেই নির্দিষ্ট জাত্যর্থ না থাকার কারণে স্বকীয় নামবাচক পদ অজাত্যর্থক। জেভেন্সের মতকে সঠিক বলা যায়না। তিনি কোন স্বকীয় নাম যে গুণগুলো প্রকাশ করে তাকে তার জাত্যর্থ বলেছেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কতকগুলো গুণকেই জাত্যর্থ বলা যায় না। জাত্যর্থ হচ্ছে সে গুণ যে গুণ বা গুণাবলী সাধারণ ও আবশ্যিক যা অপরিবর্তনীয় এবং একই নামধারী সকল বস্তুতেই বিদ্যমান। জেভন্স স্বকীয় নামের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে জাত্যর্থ বলেছেন তা পরিবর্তনশীল। তাছাড়া একটি নাম কেবল একজন ব্যক্তি বা বস্তুতে নয়, যে-কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য আরোপ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কাজী নজরুল ইসলাম নামটি যেমন কবি নজরুল ইসলামের নাম তেমনিভাবে কোন ব্যবসায়ীর নাম বা কোন রাজনীতিকের নামও হতে পারে।

ডঃ পিকে রায়ের মত মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে ঠিক হতে পারে কিন্তু যুক্তিবিদ্যার দিক দিয়ে ঠিক নয়। কারণ যুক্তি বিদ্যার জাত্যর্থ অপরীবর্তনীয়। ফলে কোন পদ প্রথম অবস্থায় অজাত্যর্থ থেকে পরবর্তীতে জাত্যর্থক হয়ে উঠার প্রশ্নই আসেনা। মিল যথার্থই বলেন যে, স্বকীয় নাম অজাত্যর্থক। কারণ স্বকীয় নামের শুধু ব্যক্ত্যর্থ আছে। জাত্যর্থ নাই, কেননা বিশিষ্ট নামটি যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই ব্যক্তিই হলো ঐ বিশিষ্ট নামের ব্যক্ত্যর্থ। কিন্তু এই বিশিষ্ট নামটি ঐ ব্যক্তির মধ্যকার কোন অনিবার্য গুণের নির্দেশ দেয় না। নামটি শুধু ব্যক্তিকে সনাক্ত করার চিহ্ন মাত্র। কাজেই স্বকীয় নাম অজাত্যর্থক। তবে মিল স্বকীয় নামকে অজাত্যর্থক বলেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি একে অর্থহীন চিহ্ন বলেও আখ্যায়িত করেন। কিন্তু বিশিষ্ট নাম অর্থহীন চিহ্ন মাত্রই নয়, বরং কিছুটা অর্থবহও বটে। অর্থের দিক থেকে স্বকীয় নাম সাধারণ পদের চাইতে অধিক সমৃদ্ধ। তাই যুক্তিবিদ কখনই গা ঢাকা দিয়ে থাকার সময় নিজের নাম গোপন করে ছদ্মনাম গ্রহণ করত না। কাজেই স্বকীয় নামকে অর্থহীন বলার চাইতে এর অর্থ বিশেষ কিছু ইঙ্গিত বা সংকেত বহন করে বলাই যুক্তিযুক্ত। তবে স্বকীয় নামের বিশেষ অর্থ থাকলেও তা অজাত্যর্থক। কারণ পদের অর্থ আর তার জাত্যর্থ এক কথা নয়। যুক্তিবিদ মিলের মতবাদের স্বকীয় নামকে অজাত্যর্থক বলা হয়েছে সেই মতবাদই আপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। অতএব মিলের মত অনুসরণ করে পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, স্বকীয় নাম নিঃসন্দেহে অজাত্যর্থক কিন্তু একে বারে অর্থহীন নয়।

২.৩.১৩ বিপরীত পদঃ

যদি দু'টি পদ পরস্পর বিরেধী হয় অথচ তারা যদি একত্রে একটি ব্যাপক পদে সমূদয় ব্যক্ত্যর্থক প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তাদেরকে বিপরীত পদ বলে। যেমন-সাদা ও কালো। আমরা যাকে সাদা বলি তাকে কালো বলতে পারিনা, আবার যাকে কালো বলি তাকে সাদা বলতে পারিনা। তবে এ পদ দুটির সর্বব্যাপক নয়, রংয়ের জগতে এ দু'টি রং ছাড়া আরও বহু রং আছে। সাদা ও কালো যেখানে প্রয়োগ করা যায় না, সেখানে অন্য রং প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেননা সাদা ও কালো রং ছাড়াও লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি রংও রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিপরীত পদ দু'টির একই সঙ্গে সত্য হতে না পারলেও তারা একই সাথে মিথ্যা হতে পারে। যেমন-কোন বস্তু যদি সাদা হয় তবে তা কালো হতে পারে না। এবং যদি বস্তুটা কালো হয় তবে তা সাদা হতে পারেনা। অর্থাৎ বিপরীত পদের একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হতে বাধ্য। অপর পক্ষে একটি বস্তু যদি সাদা না হয় তবে যে কালো হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ জিনিসটি সাদা বা কালো ছাড়া অন্য যে কোন রংয়ের হতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, বিপরীত পদ দুটি একটি মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে।

বিরুদ্ধ পদ ঃ

পরস্পর বিরোধি দুটি পদের মধ্যে যদি কোন তৃতীয় বিকল্প পদ না থাকে এবং বিরোধি পদ দুটি যদি যুক্তিভাবে বা একত্রে তাদের নির্দেশিত বিষয় সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে তাহলে তাদেরকে বিরূদ্ধ পদ বলে। যেমন-মানুষ ও অমানুষ সুন্দর ও অসুন্দর সৎ ও অসৎ এ পদগুলো হচ্ছে একে অপরের বিরুদ্ধ পদ। বিরুদ্ধ পদের ক্ষেত্রে একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হবে। আবার একটি মিথ্যা হলে অপরটি সত্য হবে। কারণ দু'টি বিরূদ্ধ পদ একই সময় কোন বস্তুর সম্পর্কে সত্য বা মিথ্যা হতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ, মানুষ এবং অমানুষ একত্রে করলে তাদের নির্দেশিত বিষয় সকল প্রাণী পাওয়া যায়। কেননা মানুষ ছাড়া আর সমস্ত প্রাণী 'অমানুষ' পদটি অন্তর্ভূক্ত করে উভয় মিলে পূর্ণ ব্যক্তর্থে প্রকাশ করে। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দু'টি পদ কখনই এক সঙ্গে সত্য হতে পারেনা, আবার দু'টি মিথ্যা হতে পারেনা। একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে এবং একটি মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য হবে। যেমন- মানুষ ও অমানুষ এই বিরূদ্ধ পদ দুটি একই সঙ্গে সত্য হতে পারেনা। কারণ একই জীব একই সঙ্গে মানুষ এবং অমানুষ দুই-ই হতে পারেনা। আবার ঐ জীব মানুষ ও নয়, অমানুষ ও নয় এটাও হতে পারেনা।

বিরূদ্ধ ও বিপরীত পদের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য:

বিরুদ্ধ পদ ও বিপরীত পদ দু'টাকে আরও স্পষ্ট করে বুঝার জন্য নিম্নে এদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলেঅচনা করা হলো।

সাদৃশ্য:

দুটি বিরূদ্ধ পদ যেমন কোন একটি বস্তু সম্পর্কে একই সাথে সত্য হতে পারেনা তেমনি ভাবে দু'টি বিপরীত পদও কোন কিছু সম্পর্কে একই সাথে সত্য হতে পারেনা। যেমন- সুখ এবং অসুখ এ দুটি বিরূদ্ধ পদ কোন বস্তু সম্পর্কে একই সাথে সত্য হতে পারেনা। সুখ সত্য হলে অসুখ অবশ্যই মিথ্যা হবে। আবার অসুখ সত্য হলে সুখ মিথ্যা হবে। একই ভাবে সাদা এবং সবুজ এ দুটি বিপরীত পদও একই সময় কোন একটি বস্তু সম্পর্কে সত্য হতে পারেনা। এর একটি সত্য হলে অন্যটি অবশ্যই মিথ্যা হবে।

পার্থক্য:

বিরূদ্ধ ও বিপরীত পদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে উভয়ের মধ্যে নিম্নেবর্নিত পার্থক্য নির্দেশ করা যায়।

১. দুটি বিরূদ্ধ পদ যুক্তিভাবে তাদের আলোচ্য বস্তু বা বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করতে পারে। পক্ষান্তরে, দু'টি বিপরীত পদ যুক্তভাবে তাদের দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করতে পারেনা। আংশিক ব্যক্তর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন-সাদা এবং অসাদা এটি বিরূদ্ধ পদ রং বিষয়টির সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু সাদা আর লাল এ দুটি বিপরীত পদ রংয়ের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করতে পারেনা। যেহেতু সাদা ও লাল ছাড়া কালো, নীল, হলুদ ইত্যাদি আরও রং রয়েছে।

২. দুটি বিরূদ্ধ পদের মধ্যে তৃতীয় কোন বিকল্প পদের সম্ভাবনা থাকেনা। যেমন সভ্য ও অসভ্যের মধ্যে তৃতীয় কোন বিকল্প পদ নেই। কিন্তু দুটি বিপরীত পদের মধ্যে তৃতীয় বিকল্প পদ থাকেনা। যেমন- লাল ও সবুজের তৃতীয় বিকল্প হতে পারে। যেমন সাদা, কালো, নীল ইত্যাদি যে কোনটি।

৩. কোন পদের একাধিক বিরূদ্ধ পদ থাকতে পারেনা। একটি পদের একটি মাত্র বিরূদ্ধ পদ থাকে। সাদা পদের আসাদ ছাড়া আর কোন বিরূদ্ধ পদ নেই। পক্ষান্তরে, একটি পদের

একাধিক বিপরীত পদ থাকতে পারে, তেমনিভাবে লাল কিংবা সবুজ অথবা অন্য রং ও হতে পারে।

৪. দুটি বিরূদ্ধ পদের একিট সত্য হলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হবে। অথবা একটি মিথ্যা হলে অপরটি অবশ্যই সত্য হবে। যেমন–সুন্দর সত্য হলে অসুন্দর অবশ্যই মিথ্যা হবে, অথবা অসুন্দর সথ্য হলে সুন্দর অবশ্যই মিথ্যা হবে। অপরপক্ষে দুটি বিপরীত পদের একটি মিথ্যা হলে অপরটিও মিথ্যা হতে পারে; যেমন - সাদা ও সবুজ দুটি বিপরীত পদ। এখন কোন বস্তু লাল হয়ে থাকলে সাদা ও সবুজ এ দুটি বিপরীত পদই লাল বস্তুটি সম্পর্কে মিথ্যা।

সারসংক্ষেপ

যুক্তি বা অনুমানে পদের অর্থ সুস্পষ্ট না হলে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আমরা ব্যবহারিক জীবনেও একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু পদের ক্ষেত্রে যুক্তি বা অনুমান প্রয়োগ করার পূর্বে পদের অর্থ সুষ্ট হতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন যুক্তিবিদ্‌গণ বিভিন্ন নীতি অনুসারে পদকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন। পদের এ বিভাগকে অনেকে পদের শ্রেণী বিভাগ বলেছেন। অনেকে আবার নামের শ্রেণী বিভাগ বলেছেন। বিভিন্ন নীতি বা নিয়ম অনুসারে এ পদের দশটি শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। পদের এ বিভাগ গুলোর মাঝে কিছু কিছু উপবিভাগও রয়েছে। পদের জাত্যর্থ ও অজাত্যর্থ আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্ন উঠেছেঃ স্বকীয় নামবাচক পদ জাত্যর্থক কি-না। এক্ষেত্রেও যুক্তিবিদ্‌দের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে বিভিন্ন যুক্তিবিদের মতামত আলোচনা ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, স্বকীয় নামবাচক পদ অজাত্যর্থক কিন্তু একেবারেই অর্থহীণ নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পদের শ্রেণীবিভাগ কয়টি?

ক. ৫ টি খ. ৮ টি

গ. ১০ টি ঘ. ২ টি

২. কোন শব্দটি বস্তুবাচক পদ?

ক. বই খ. মনুষ্যত্ব

গ. দেবত্ব ঘ. বহুত্ব

৩. ব্যাহতার্থক পদ কোনটি?

ক. মানুষ খ. অসুখ

গ. অন্ধ ঘ. ভাল

৪. নিচের সঠিক বাক্যটিকে টিক (√) চিহ্ন দিন

ক. যে পদ শুধুই কোন বস্তু বা ব্যক্তির গুণ নির্দেশ করে তাকে অজাত্যর্থক পদ বলে।

খ. যে পদ দ্বারা কোন বিষয় বা বস্তুর অপরিহার্য গুণ প্রকাশ করে তাকে অজাত্যর্থক পদ বলে।

গ. যে পদ দ্বারা বস্তু বা বিষয়ে পরিমাণ ও গুণ প্রকাশ করে তাকে অজাত্যর্থক পদ বলে।

ঘ. যে পদ দ্বারা বস্তুর বাহ্যিক গুণ প্রকাশ করে তাকে অজাত্যর্থক পদ বলে।

ইউনিট-২

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পদ কাকে বলে? উদাহরণ সহ আলোচনা করুন। ২.১.১
২. শব্দ কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ বর্ণনা করুন। ২.১.৩
৩. পদ ও শব্দের পার্থক্য দেখান। ২.১.৪
৪. সরল ও যৌগিক পদ বলতে কী বুঝায়? ২.৩.২
৫. জাতার্থক ও অজাত্যর্থক পদের পার্থক্য দেখান। ২.৩.১০
৬. নঞর্থক ও ব্যাহতার্থক পদের উদাহরণসহ আলোচনা করুন। ২.৩.৭
৭. এক শাব্দিক ও বহুশাব্দিক পদের উদাহরণ দিন। ২.৩.২

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বস্তুবাচক পদ ও গুণবাচক পদ ব্যাখ্যা করুন। (২.১.১ ও ২.৩.৬)
২. পদের ব্যক্তার্থ ও জাত্যর্থ বল্‌তে কী বুঝায়? এদের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করুন২.২.১ ও ২.২.৩)
৩. পদের ব্যক্তার্থ ও জাত্যর্থের হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। ২.২.৪।
৪. "সকল পদই শব্দ কিন্তু সকল শব্দই পদ নয়"- ব্যাখ্যা করুন। (২.১.২ পদ কাকে বলে, ২.১.৩ শব্দ কাকে বলে: ২,১,৪)
৫. বিপরীত পদ ও বিরূদ্ধ পদ কাকে বলে? এ দুই পদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বর্ণনা করুন। ২.৩.১৩।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ-১ : ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক
পাঠোত্তর মুল্যায়ন পাঠ-২: ১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ-৩: ১. গ ২. ক ৩. গ ৪. ক

লক্ষ্য করুন-

যখনই কোন প্রশ্ন পার্থক্য অথবা সম্পর্ক লেখা থাকে, যেমন জাতার্থক পদ এবং অজাতার্থক পদের পার্থক্য দেখান, তখন সে ক্ষেত্রে উত্তর লিখার সময় সম্পর্ক ও পার্থক্য দুটোই উল্লেখ করতে হবে।